



36793 - বতিরিরে নামায আদায়ে অবহলো করার বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বতিরিরে না পড়ার বধিান কী? বতিরিরে নামায আদায় না করলে কী হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমহুর আলমেরে মতে, বতিরি (বজেগেড়) নামায সুন্নত মুয়াক্কাদা (তাগদিপূর্ণ সুন্নত)। কোন কোন ফকাহবদি আলমেরে মতে, বতিরি নামাযকে ওয়াজবি।

বতিরি নামায ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে সহহি বুখারী (১৮৯১) ও সহহি মুসলমি (১১) এর হাদিস: তালহা বনি উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ আমার উপর কী কী নামায ফরয করছেন আমাকে তা অবহতি করুন। তখন তিনি বললেন: “পাঁচ ওয়াক্ত নামায; তবে আপনি কোন নফল নামায আদায় করতে চাইলে সেটা আলাদা” আর সহহি মুসলমিরে ভাষ্যে এসছে “দৈনিকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বলল: আমার উপর এগুলো ছাড়া আর কিছু আছে? তিনি বললেন: না। তবে, আপনি নফল আদায় করতে পারেন”।

ইমাম নববী বলেন:

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, বতিরি নামায ওয়াজবি নয়।[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন:

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, দৈনিকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া আর কোন নামায ওয়াজবি নয়; এর বিপরীতে কটে কটে বতিরি নামাযকে ও ফজরের দুই রাকাত সুন্নতকে ওয়াজবি বলছেন।[সমাপ্ত]

তবে তা সত্ত্বেও এ নামায সবচেয়ে তাগদিপূর্ণ সুন্নত নামায। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক হাদিসে এ নামায আদায় করার নির্দেশে দিয়েছেন।

সহহি মুসলমি (৭৫৪) এসছে, আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা



ভোর হওয়ার আগে বতিরি নামায আদায় কর”

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এসেছে- আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ওহে আহলে কুরআন, তোমরা বতিরি (বজেড) নামায আদায় কর। কারণ নশিচয় আল্লাহ হচ্চেনে- বজেড। তিনি বজেডকে পছন্দ করেন”।[আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

তাই নজি গৃহে অবস্থানকালে কথিবা সফরে থাকাকালেও এ নামায নিয়মতি আদায় করা উচতি; যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করতেন। সহহি বুখারী (১০০০) ও সহহি মুসলমি (৭০০) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে অবস্থায় বাহনরে পঠিই ইশারা করে রাত্ৰিকালীন নামায আদায় করতেন; বাহন যাই দকি মুখ করে চলুক না কনে। তবে, ফরয নামায ছাড়া। আর তিনি বাহনরে পঠিই বতিরি নামায আদায় করতেন”।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“বতিরিরে নামায ওয়াজবি নয়। এটি মালকে ও শাফয়েরি অভিমিত। আবু হানফিা বলছেন: ওয়াজবি”। এরপর তিনি বলেন: আহমাদ বলছেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বতিরিরে নামায পড়ে না সে একজন খারাপ লোক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচতি নয়। এ বিষয়ে অনেকে হাদিস বর্ণিত হওয়ার কারণে তিনি এর উপর জোর তাগদি দতি ও উদ্বুদ্ধ করতে চয়েছেন”।[মুগনি (১/৮২৭) পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির আলমেগনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: বতিরিরে নামায কি ওয়াজবি? যে ব্যক্তি একদনি বতিরি নামায পড়ে অন্যদনি পড়ে না তাকে কিশাস্তি পতে হবে?

জবাবে তাঁরা বলেন: বতিরিরে নামায সুননতে মুয়াক্কাদা। মুমনিরে উচতি এ নামায নিয়মতি আদায় করা। যে ব্যক্তি এ নামায একদনি আদায় করে, অন্যদনি আদায় করে না তাকে শাস্তি পতে হবে না। কনিতু, তাকে এ নামায নিয়মতি আদায় করার উপদশে দয়ো হবে। তাছাড়া বতিরি বা বজেড নামায ছুটে গেলে সে ব্যক্তি এর বদলে দনিরে বলোয় জেড নামায আদায় করে নতি পারনে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে করতেন। যমেনটি আয়শো (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঘুমরে কারণে কথিবা রোগরে কারণে রাতরে নামায আদায় করতে না পারতেন তাহলে তিনি দনিরে বলোয় ১২ রাকাত নামায আদায় করতেন।[সহহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় রাতরে নামায ১১ রাকাত আদায় করতেন। প্রত্যকে দুই রাকাতে সালাম ফরিতেন। এবং এক রাকাত বতিরি আদায় করতেন। যদি তিনি ঘুমরে কারণে কথিবা রোগরে কারণে এ নামায আদায় করতে না পারতেন তখন তিনি দনিরে বলোয় ১২ রাকাত নামায আদায় করতেন; যমেনটি আয়শো (রাঃ) উল্লেখ করেছেন। এর ভিত্তিতে বলা যায় কোন ব্যক্তির স্বভাব যদি হয় তিনি প্রত রাত্রে ৫ রাকাত নামায আদায় করেন, কনিতু কোনদনি ঘুমরে কারণে কথিবা অন্য কোন ব্যস্ততার কারণে আদায় করতে না পারনে তাহলে দনিরে বলো তার জন্য ৬ রাকাত নামায আদায় করার বধিন রয়েছে। তিনি প্রত্যকে



দুই রাকাতে সালাম ফরিবনে। অনুৰূপভাবে তার অভ্যাস যদি হয় ৩ রাকাত নামায আদায় করা তাহলে তিনি দুই সালামে ৪ রাকাত আদায় করবেন। যদি তার অভ্যাস হয় ৭ রাকাত আদায় করা তাহলে তিনি ৮ রাকাত আদায় করবেন; প্রত্যকে দুই রাকাতে সালাম ফরিবনে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আল-দায়মি (৭/১৭২)]